কুষ্টিয়ায় নতুন আক্রান্ত ৩৮, মোট ৭৪৬

কুষ্টিয়ায় নতুন করে আরও ৩৮ করোনা পজিটিভ বলে সনাক্ত করা হয়েছে।

রবিবার রাতে কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন ডা: এএইচএম আনোয়ারুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজের পিসিআর ল্যাবে কুষ্টিয়ার ১৯৩ টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। এরমধ্যে নতুন করে ৩৮ জন করোনা পজিটিভ বলে সনাক্ত করা হয়। এনিয়ে এখন পর্যন্ত কুষ্টিয়ায় ৭৪৬ জন কোভিড রোগী সনাক্ত হলো।

নতুন আক্রান্তের মধ্যে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার ২০ জন, দৌলতপুরে ৪ জন , ভেড়ামারায় ৫ জন, কুমারখালীতে ৭জন ও খোকসা উপজেলায় ২ জন।

সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, এ পর্যন্ত সুস্থ হয়ে ছাড় পেয়েছেন ৩৩৭ জন, বর্তমানে হোম আইসোলেশনে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৩৬২ জন, কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে ৩৪ জন। এ পর্যন্ত জেলায় ১৩ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

মেহেরপুরে গত ২৪ ঘন্টায় করোনা সনাক্ত হয়নি

মেহেরপুরে গত ২৪ ঘন্টায় কোন করোনা রোগী সনাক্ত হয়নি। রবিবার বিকালে করোনা মেহেরপুরে আরো ৩০ টি রিপোর্ট এসেছে যার সবগুলো নেগেটিভ।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডাক্তার নাসির উদ্দিন জানান, নতুন করে যে সকল নমুনা পাঠানো হয়েছিল তার মধ্যে ৬ জনের মধ্যে করোনা ভাইরাসের কোন নমুনা পাওয়া যায়নি।

এ নিয়ে মেহেরপুর জেলায় ১ হাজার ৯শ ৪৮ জনের মধ্যে ৯২ টি পজেটিভ । যার মধ্যে ৩৩ জন সুস্থ হয়েছেন এবং মৃত্যুবরণ করেছে ৫ জন।

মেহেরপুর জেলা পুলিশের করোনা প্রচারণা অভিযান

করোনা ভাইরাস সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মেহেরপুর জেলা পুলিশ অভিযান পরিচালনা করেছে।

রবিবার বিকেল ৪ টার সময় ইন্সপেক্টর একরামুল এর র্নিদেশনায় হোটেল বাজার সহ শহরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করা হয় ।

এ সময় ইন্সপেক্টর একরামুল বলেন, করোনা মোকাবেলায় যে সকল পথচারী, ইজিবাইক ও রিকশা গুলোতে স্বাস্থ্যবিধি মানছে কি না সেই দিকে আমরা লক্ষ রাখছি ও কেউ যেনো মাস্ক ছাড়া বাইরে না আসে, তার জন্য আমরা প্রতিনিয়ত অভিযান চালিয়ে যাচ্ছি।

এসময় উপস্থিত ছিলেন ট্রাফিক ইন্সপেক্টর ইসমাইল, এটিএস মফিজুল ইসলাম প্রমুখ।

মেস মালিকদের সহানুভূতিশীল হওয়ার আহ্বান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলোতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ভাড়া আদায়ে মেস মালিকদের সহানুভূতিশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (ভিসি)

অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশিদ।

রবিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উপাচার্য এই আহ্বান জানান।

ড. হারুন-অর-রশিদ বলেন, ‘কোভিড-১৯ মহামারী পরিস্থিতির কারণে মেসে অবস্থানকারী অধিকাংশ শিক্ষার্থী বর্তমানে তাদের নিজ বাড়িতে অবস্থান করছে। বর্তমানে বাংলাদেশ তথা সারা বিশ্বে কোভিড-১৯ মহামারী মানবজাতির অস্তিত্বের জন্য বড় হুমকি হিসেবে দেখা দিয়েছে।

প্রতিদিন মানুষের প্রাণহানির সংখ্যা বেড়েই চলছে। দেশের সমগ্র জনগণের মাঝে ভিতিকর অবস্থা বিরাজ করছে। পরিস্থিতি বিবেচনায় সরকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় শিক্ষার্থীদের বেশ কয়েক মাসের ভাড়া বকেয়া পড়েছে যা পরিশোধে হিমশিম খাচ্ছে শিক্ষার্থীরা।’
এ অবস্থায় ভাড়া পরিশোধে শিক্ষার্থীদের উপর চাপ না দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন উপাচার্য।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

গণস্বাস্থ্যের ডট ব্লট কিট নিয়ে ঔষধ প্রশাসন পজিটিভ

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রর কভিড-১৯ র্যাপিড ডট ব্লট কিট নিয়ে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে আলোচনা হয়েছে। তারা এ বিষয়ে পজিটিভ। আজ রবিবার দুপুরে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রর কভিড-১৯ র্যাপিড ডট ব্লট কিট প্রকল্পের সমন্বয়ক ডা. মুহিব উল্লাহ খোন্দকার একথা বলেন।

তিনি বলেন, পুনরায় এক্সটার্নাল ভেরিফিকেশন করে রিপোর্ট জমা দিতে বলেছে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর। তারা পজিটিভ। ওনারা বলেছেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, সমাধান করে দেবেন। আমরাও আশাবাদী।

এর আগে দুপুর ১২টার দিকে ডা. মুহিব উল্লাহ খোন্দকার ও কিট উন্নয়ন দলের কয়েকজন বিজ্ঞানী ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে (ডিজিডিএ) যান।

ডা. মুহিব উল্লাহ খোন্দকার বলেন, ডিজিডিএ আমাদের কথা ইতিবাচকভাবে শুনেছে। অ্যান্টিবডির বিষয়ে ইন্টারনাল ভ্যালিডেশন রিপোর্টকে আমলে এনে নিবন্ধনের অনুরোধ করেছিলাম। ডিজিডিএ বিদ্যমান সরকারি নিয়মে আবার সিআরওর মাধ্যমে ইউএস এফডিএ (ইউএস ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) আমব্রেলা গাইডলাইন্স এক্সটারনাল ভ্যালিডেশন করতে বলেছেন। এজন্য আমাদের আবেদিত রি-এজেন্টের (কিট) জন্য এনওসি দেবেন। অ্যান্টিজেনের নীতিমালা আগামী বুধবার চূড়ান্ত হবে। একটা ফরমেট পাঠাবেন। ওটা অনুযায়ী প্রটোকল আপডেট করে জমা দিতে বলেছেন।

শনিবার জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের এক পৃথক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ডা. জাফরুল্লাহর বরাত দিয়ে বলা হয়, ঔষধ প্রশাসনের মহাপরিচালক আগামীকাল (রবিবার) জিকে-র (গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র) আপডেটেড অ্যান্টিবডি কিটের তথ্য-উপাত্ত জানতে প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তাদের ডেকেছেন।

সূত্র- কালের কন্ঠ

মারা গেলেন আরো ৫৫ জন, শনাক্ত ২,৭৩৮

গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনাভাইরাস সংক্রমণে আরো ৫৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। নতুন শনাক্ত হয়েছেন দুই হাজার ৭৩৮ জন। এ নিয়ে দেশে করোনায় এ পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে দুই হাজার ৫২ জনের। আর সব মিলিয়ে শনাক্ত হয়েছেন এক লাখ ৬২ হাজার ৪১৭ জন।

আজ রবিবার (৫ জুলাই) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের করোনাভাইরাস পরিস্থিতি নিয়ে সরকারি বুলেটিনে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। বুলেটিন প্রকাশে অংশ নেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা।

ডা. নাসিমা বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা সংক্রমণে দেশে আরো ৫৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। এঁরা ৩৭ জন পুরুষ এবং ১৮ জন নারী। এঁদের বয়স

০ (শূন্য) থেকে ১০ বছরের মধ্যে একজন, ৩১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে তিনজন, ৪১ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে ১৭ জন, ৫১ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে ১৩ জন, ৬১ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে ৯ জন এবং ৭১ থেকে ৮০ বছরের মধ্যে ১২ জন। এ নিয়ে দেশে করোনায় এ পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে দুই হাজার ৫২ জনের।

এ পর্যন্ত যাঁরা মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁদের মধ্যে পুরুষ এক হাজার ৬২৪ জন এবং নারী ৪২৮ জন। আর বয়স বিবেচনায় এ পর্যন্ত যাঁরা মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁরা ০ (শূন্য) থেকে ১০ বছরের মধ্যে ১৩ জন, ১১ থেকে ২০ বছরের মধ্যে ২৪ জন, ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে ৭০ জন, ৩১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে ১৫১ জন, ৪১ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে ৩১১ জন, ৫১ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে ৫৯৩ জন এবং ষাটোর্ধ ৮৯০ জন।

জানানো হয়, নতুন যে ৫৫ জনের মৃত্যু হয়েছে তাঁরা ঢাকা বিভাগের ১৯ জন, চট্টগ্রাম বিভাগের ১৩ জন, রাজশাহী বিভাগের একজন, খুলনা বিভাগের ছয়জন, বরিশাল বিভাগের পাঁচজন, সিলেট বিভাগের দুইজন এবং রংপুর বিভাগের আটজন এবং ময়মনসিংহ বিভাগের একজন। হাসপাতালে মারা গেছেন ৪১ জন এবং বাসায় ১৪ জন।

বিভাগ হিসেবে এ পর্যন্ত মোট মৃত্যুবরণ করেছেন ঢাকা বিভাগে এক হাজার ৬০ জন, চট্টগ্রাম বিভাগের ৬৩৪ জন, রাজশাহী বিভাগের ১০২ জন, খুলনা বিভাগের ৮৮ জন, বরিশাল বিভাগের ৭২ জন, সিলেট বিভাগের ৮৬ জন, রংপুর বিভাগের ৬১ জন এবং ময়মনসিংহ বিভাগের ৪৯ জন।

এ ছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন এক হাজার ৯০৪ জন। এ নিয়ে দেশের করোনা সংক্রমণ থেকে এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৭২ হাজার ৬২৫ জন।

ডা. নাসিমা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় নমুনা সংগ্রহ হয়েছে ১৩ হাজার ৯৬৪টি। একই সময় পূর্বের নমুনাসহ পরীক্ষা হয়েছে ১৩ হাজার ৯৮৮টি। এর মধ্যে করোনা রোগী হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে দুই হাজার ৭৩৮ জনকে। এ নিয়ে দেশে এ পর্যন্ত করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছেন এক লাখ ৬২ হাজার ৪১৭ জন। আর এ পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষা হয়েছে আট লাখ ৪৬ হাজার ৬২টি।

সারা দেশের করোনা চিকিৎসার জন্য নির্ধারিত হাসপাতাল সম্পর্কে তথ্যে বলা হয়, ঢাকা মহানগরীতে করোনা রোগীদের জন্য সাধারণ শয্যার সংখ্যা ছয় হাজার ৭৫টি এবং আইসিইউ শয্যার সংখ্যা ১৪৯টি, সারা দেশে সাধারণ শয্যার সংখ্যা ১৪ হাজার ৭৭৫টি, সারা দেশে আইসিইউ শয্যার সংখ্যা ৪০১টি এবং সারা দেশে অক্সিজেন সিলিন্ডারের

সংখ্যা ১১ হাজার ৭৮৫টি।

আইসোলেশন প্রসঙ্গে জানানো হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আইসোলেশনে নেওয়া হয়েছে আরো ৪৪৯ জনকে। একইসময় আইসোলেশন থেকে ছাড় পেয়েছেন ৪৮৩ জন। এ পর্যন্ত আইসোলেশনে গেছেন ৩০ হাজার ৮৭২ জন। এ পর্যন্ত আইসোলেশন থেকে ছাড় পেয়েছেন ১৪ হাজার ১৫৭ জন। বর্তমানে আইসোলেশনে আছেন ১৬ হাজার ৭১৫ জন।

কোয়ারেন্টিন প্রসঙ্গেও তথ্য দেওয়া হয় বুলেটিনে। বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় হোম এবং প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে এসেছেন দুই হাজার ৮৮৭ জন। একইসময় কোয়ারেন্টিন থেকে ছাড় পেয়েছেন দুই হাজার ৫৩৫ জন। আর এ পর্যন্ত কোয়ারেন্টিনে গেছেন মোট তিন লাখ ৭৭ হাজার ৩২ জন। আর এ পর্যন্ত কোয়ারেন্টিন থেকে ছাড় পেয়েছেন তিন লাখ ১২ হাজার ৫৩০ জন। ছাড়ের পর বর্তমানে হোম এবং প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে আছেন ৬৪ হাজার ৫০২ জন।

সারা দেশের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনের জন্য প্রস্তুত ৬২৯টি প্রতিষ্ঠান। এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে ৩১ হাজার ৯৯১ জনকে সেবা প্রদান যায় বলে জানানো হয় বুলেটিনে।

বুলেটিনে আরো জানানো হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্বাস্থ্য বাতায়ন এবং আইইডিসিআর’র হটলাইনে কল এসেছে এক লাখ ৬০ হাজার ৫৮৮টি। এ নিয়ে এ পর্যন্ত হটলাইনে এক কোটি ৪৭ লাখ ৬৭ হাজার ২৭৬ জনকে স্বাস্থ্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এসব কলে সবাইকে স্বাস্থ্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

প্লাটফর্ম মুক্তপাঠ-এ অনলাইনে সেবা দেওয়ার জন্য মোট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসকের সংখ্যা ১৬ হাজার ৪১৪ জনে। এ ছাড়া বর্তমানে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে হটলাইনে চার হাজার ২১৭ জন চিকিৎসক স্বাস্থ্য পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন বলে জানানো হয় বুলেটিনে।

কোভিড-১৯: চিকিৎসক নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী মিলিয়ে আক্রান্ত ৫ হাজার ছুঁই ছুঁই

কোভিড-১৯ মহামারীতে চিকিৎসক-নার্সরাও আক্রান্ত হচ্ছেন। দেশে প্রায় ৫ হাজার চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী সংক্রমিত হয়েছেন। আর মারা গেছেন ৬১ জন। করোনাভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে বেশ কয়েকজন ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীর মৃত্যু হয়েছে।

শনিবার বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (বিএমএ) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি বলা হয়, সারা দেশে চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৪ হাজার ৯৫৭ জনে দাঁড়িয়েছে। তাদের মধ্যে ১ হাজার ৬৯৪ চিকিৎসক, ১ হাজার ৩৪৪ জন নার্স এবং ১৯১৯ জন স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, করোনাকালে সংক্রমিত হওয়া চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে অনেকে সুস্থ হয়ে ইতিমধ্যে কাজে ফিরেছেন।

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে এ পর্যন্ত মারা যাওয়া চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের আত্মার মাগফিরাত কামনা ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানিয়েছেন বিএমএম সভাপতি ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন ও মহাসচিব ইহতেশামুল হক চৌধুরী।

মেহেরপুরে গত ২৪ ঘন্টায় করোনা সনাক্ত হয়নি

মেহেরপুরে গত ২৪ ঘন্টায় কোন করোনা রোগী সনাক্ত হয়নি। গতকাল শনিবার বিকালে করোনা মেহেরপুরে আরো ৬ টি রিপোর্ট এসেছে যার সবগুলো নেগেটিভ।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডাক্তার নাসির উদ্দিন জানান, নতুন করে যে সকল নমুনা পাঠানো হয়েছিল তার মধ্যে ৬ জনের মধ্যে করোনা ভাইরাসের কোন নমুনা পাওয়া যায়নি।

এ নিয়ে মেহেরপুর জেলায় ১ হাজার ৯শ ১৮ জনের মধ্যে ৯২ টি পজেটিভ । যার মধ্যে ৩৩ জন সুস্থ হয়েছেন এবং মৃত্যুবরণ করেছে ৫ জন।

গরমে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবে যে পানীয়

গরমে সময়ে জ্বর-ঠাণ্ডা, সর্দি-কাশি ও পেটের সমস্যা সবচেয়ে বেশি দেখা দেয়।

গরমে লেবুর শরবত শরীরের জন্য বেশ উপকারি। লেবুর শরবত ক্লান্তি দূর করবে।

এছাড়া নিয়মিত লেবু পানি খাওয়া শুরু করলে ছোট-বড় কোন রোগই ধারে কাছে ঘেঁষতে পারে না।

একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে, লেবু শরবত লিভারে উপস্থিত ক্ষতিকর টক্সিক উপাদান বের করে। ফলে লিভারের যে কোনও ধরনের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা যায় কমে।

লেবুতে রয়েছে ভিটামিন সি, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম। যা দেহের ভেতরে পুষ্টির ঘাটতি দূর করে।

আসুন জেনে নেই কীভাবে তৈরি করবেন লেবুর শরবত।

উপকরণ

পুদিনা পাতা এক কাপ, লেবু দুই টেবিল চামচ, বিট লবণ আধা চা চামচ, ভাজা জিরা গুঁড়া আধা চা চামচ, চিনি তিন টেবিল চামচ।

প্রস্তুত প্রণালি

একটি ব্লেন্ডারে সব উপকরণ দিয়ে ভালো করে ব্লেন্ড করে নিন। এবার পরিবেশন গ্লাসে তিনটি বরফ দিয়ে দিন। এখন একটি ছাঁকনি দিয়ে গ্লাসের অর্ধেক পরিমাণ পুদিনা-লেবুর জুস দিয়ে দিন। বাকি অর্ধেক পানি দিয়ে হালকা হাতে নেড়ে দিয়ে পরিবেশন করুন।

ঢাকায় ফ্লাইট পরিচালনার অনুমতি পেল মালিন্দ এয়ার

করোনার কারণে বেশ কিছুদিন বন্ধ থাকার পর ঢাকায় ফের ফ্লাইট পরিচালনার অনুমতি পেয়েছে মালয়েশিয়া ভিত্তিক এয়ারলাইন্স মালিন্দ এয়ার। আজ শনিবার বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) সাংবাদিকদের এ তথ্য জানিয়েছে।

জানা গেছে, গত ১ জুলাই ঢাকায় ফ্লাইট পরিচালনার জন্য বেবিচকের কাছে অনুমতি চেয়ে চিঠি দেয় মালিন্দ এয়ার।

এর আগে শুক্রবার তাদের আবেদন মঞ্জুর করে সপ্তাহে দু’টি ফ্লাইট পরিচালনার অনুমতি দেয় বেবিচক। তবে সপ্তাহের কোন দু’দিন ফ্লাইট পরিচালনা করবে, সে বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানায়নি এয়ারলাইন্সটির বাংলাদেশ অফিস।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন